

## বিলাসী গল্পের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। বিলাসী' গল্পের লেখকের নাম কী?

উত্তর : 'বিলাসী' গল্পের লেখকের নাম

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন গ্রামে

জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবানন্দপুর

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন জেলায়

জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলি জেলায়

জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবিকার

তাগিদে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবিকার

তাগিদে বর্মা (মিয়ানমার) গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত বছর

বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চব্বিশ বছর

বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৬। শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্পের নাম কী?

উত্তর : শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্পের নাম মন্দির।

প্রশ্ন ৭। শরৎচন্দ্র মন্দির গল্পের জন্য কী

পুরস্কার পেয়েছিলেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র মন্দির' গল্পের জন্য

কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৮। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি?

উত্তর : শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শ্রীকান্ত'।

প্রশ্ন ৯। শরৎচন্দ্রকে কত সালে ডি.লিট ডিগ্রি

প্রদান করা হয়?

উত্তর : শরৎচন্দ্রকে ১৯৩৬ সালে ডি.লিট

ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন ১০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে

মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে

মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১১। বিলাসী' গল্পটি কোন পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়?

উত্তর : 'বিলাসী' গল্পটি ভারতী' পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ১২। কলি যুগ কী?

উত্তর : কলি যুগ হলো হিন্দু পুরাণে বর্ণিত

চার যুগের শেষ যুগ।

প্রশ্ন ১৩। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম

যুগ কোনটি?

উত্তর : হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম

যুগ সত্যযুগ।

প্রশ্ন ১৪। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট

বাবর।

প্রশ্ন ১৫। মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের পুত্রের নাম

কী?

উত্তর : মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের পুত্রের নাম

আকবর।

প্রশ্ন ১৬। কলার ছড়াকে 'বিলাসী' গল্পে কী

নামে উপস্থাপন করা হয়েছে?

উত্তর : কলার ছড়াকে 'বিলাসী' গল্পে রস্তার

কাঁদি নামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৭। বর্তমানের কোন শ্রেণিকে পূর্বে

ফোর্থ ক্লাস বলা হতো?

উত্তর : বর্তমানের সপ্তম শ্রেণিকে পূর্বে ফোর্থ

ক্লাস বলা হতো।

প্রশ্ন ১৮। মৃত্যুঞ্জয়ের পাড়োবাড়িতে কিসের

বালাই নেই?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয়ের পাড়োবাড়িতে প্রাচীরের

বালাই নেই।

প্রশ্ন ১৯। ন্যাড়া প্রায় কত মাস মৃত্যুঞ্জয়ের

খবর নেয়নি?

উত্তর : ন্যাড়া প্রায় দুই মাস মৃত্যুঞ্জয়ের খবর

নেয়নি।

প্রশ্ন ২০। স্বর্গীয় মুখখাপ্যাধ্যায় মহাশয়ের

বিধবা পুত্রবধূ কয় বছর কাশীবাস করে ফিরে

এলেন?

উত্তর : স্বর্গীয় মুখখাপ্যাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা

পুত্রবধূ দুই বছর কাশীবাস করে ফিরে

এলেন।

প্রশ্ন ২১। দেশের কতজন নরনারী ঐ

পল্লিগ্রামেরই মানুষ?

উত্তর : দেশের নব্বই জন নরনারী ঐ

পল্লিগ্রামেরই মানুষ।

প্রশ্ন ২২। কত মিনিট পরে মৃত্যুঞ্জয় একবার  
বমি করে দিল?

উত্তর : প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে  
মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করে দিল।

প্রশ্ন ২৩। মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কাটলে কতজন  
দেবদেবীর দোহাই পড়া হয়?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কাটলে তেত্রিশ  
কোটি দেবদেবীর দোহাই পড়া হয়।

প্রশ্ন ২৪। বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে  
বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর : "বিলাসী' গল্পটি ন্যাডার জবানিতে  
বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২৫। বিলাসী' গল্পের ন্যাডা কয় ক্রোশ  
পথ হেঁটে স্কুলে যেত?

উত্তর : 'বিলাসী' গল্পের ন্যাডা দুই ক্রোশ পথ  
হেঁটে স্কুলে যেত।

প্রশ্ন ২৬। মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটা কত বিঘার  
ছিল?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটা কুড়ি-পঁচিশ

বিঘার ছিল।

প্রশ্ন ২৭। ছোটবাবু গ্রামের বারোয়ারি পূজা  
বাবদ কত টাকা দান করেছিলেন?

উত্তর : ছোটবাবু গ্রামের বারোয়ারি পূজা  
বাবদ দুইশত টাকা দান করেছিলেন।

প্রশ্ন ২৮। বিলাসী কীভাবে আত্মহত্যা করে?

উত্তর : বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে।

প্রশ্ন ২৯। কাকে অন্নপাপে দায়ী করা  
হয়েছে?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয়কে অন্নপাপে দায়ী করা  
হয়েছে।

প্রশ্ন ৩০। ধুচুনি' অর্থ কী? উত্তর : 'ধুচুনি' অর্থ  
বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি।

প্রশ্ন ৩১। ফুলদানিতে জল দিয়ে ভিজিয়ে  
রাখা বাসিফুলের মতো কে?

উত্তর : ফুলদানিতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা  
বাসিফুলের মতো বিলাসী।

প্রশ্ন ৩২। রাগে মানুষ সমস্ত রাত খেতে  
পাবে না'- কে সমস্ত রাত খেতে পাবে না?

উত্তর : 'মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

প্রশ্ন ৩৩। সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়েছিল কে?

উত্তর : সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়েছিল ন্যাড়া।

প্রশ্ন ৩৪। গোখরা সাপ ধরে পােষার শখ ছিল কার?

উত্তর : গোখরা সাপ ধরে পােষার শখ ছিল ন্যাড়ার।

প্রশ্ন ৩৫। কে নগদ টাকার লােভ সামলাতে পারত না?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লােভ সামলাতে পারত না।

প্রশ্ন ৩৬। 'প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ কী?

উত্তর : প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ পুরাতত্ত্ববিদ।

প্রশ্ন ৩৭। 'অমার্জনীয়' শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর : 'অমার্জনীয়' শব্দটির অর্থ ক্ষমার অযোগ্য।

প্রশ্ন ৩৮। বর্তমানে এন্ট্রান্স কোন পরীক্ষার সমতুল্য?

উত্তর : বর্তমানে এন্ট্রান্স মাধ্যমিক পরীক্ষার

সমতুল্য।

প্রশ্ন ৩৯। পৃথিবীর গভীরতম হ্রদের নাম কী?

উত্তর : পৃথিবীর গভীরতম হ্রদের নাম বৈকাল হ্রদ।

প্রশ্ন ৪০। 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসে পড়ত?

উত্তর : 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাসে পড়ত।

প্রশ্ন ৪১। মৃত্যুঞ্জয়ের কিসের বাগান ছিল?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয়ের আম-কাঁঠালের বাগান ছিল।

উত্তর : কামস্কাটুকার রাজধানীর কথা 'বিলাসী' গল্পে উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন ৪৩। এডেন কিসের জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : এডেন সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।

প্রশ্ন ৪৪। মুঘল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাটের নাম কী?

উত্তর : মুঘল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাটের নাম হুমায়ুন।

প্রশ্ন ৪৫। মৃত্যুঞ্জয় কয় মাস শয্যাগত ছিল?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয় দেড় মাস শয্যাগত ছিল।

প্রশ্ন ৪৬। মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয় মিত্তির বংশের ছেলে।

প্রশ্ন ৪৭। মৃত্যুঞ্জয় কার বাড়িতে সাপ ধরতে

গিয়েছিল?

উত্তর : মৃত্যুঞ্জয় গোয়ালার বাড়িতে সাপ

ধরতে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ৪৮। সাপের দেবীর নাম কী?

উত্তর সাপের দেবীর নাম মনসা।

প্রশ্ন ৪৯। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের

ব্যবসায় কোনটি?

উত্তর : সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায়

শিকড় বিক্রি করা।

প্রশ্ন ৫০। অন্নপাপ কী?

উত্তর: বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের অনুশাসনে

উচ্চবংশীয় লোক নিম্ন বংশের লোকের

হাতের ভাত খেলে তাকে অন্নপাপ হিসেবে

ধরা হয়।

# বিলাসী গল্পের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. ‘ইহা আর একটি শক্তি’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

**উত্তর:** ‘ইহা আর একটি শক্তি’— কথাটি দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রকৃত ভালোবাসার প্রসঙ্গকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী বহুবছর একত্রে বসবাস করলেও সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান খুব কম যুগলই পায়। আলোচ্য গল্পে প্রসঙ্গক্রমে গল্পকথক তাঁর এক আত্মীয়ের উদাহরণ টেনেছেন।

সেই নারী স্বামীর সাথে পঁচিশ বছর ঘর করেছে। অথচ স্বামীর মৃতদেহ আগলে পাঁচ মিনিটও একাকী থাকার সাহস তার নেই। এর কারণ প্রকৃত ভালোবাসার সম্পর্কের অনুপস্থিতি। স্বামীর মৃতদেহের কাছে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল ‘আর একটি শক্তি’ অর্থাৎ খাঁটি ভালোবাসা। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে।

২. “ভয় পাইবাড়ার সময় পাইলাম না”- উক্তিটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

**উত্তর:** বাল্যবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে দেখা শেষে বাড়ি ফেরার পথেই ‘বিলাসী’ গল্পের কথক ন্যাড়া উদ্ধত উক্তিটি করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় তো যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারত। তখন নিশ্চয় মেয়েটিকে স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে একাকী রাত কাটাতে হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাড়া বিলাসীর সাহসের উৎস হিসেবে আবিষ্কার করল স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসা। এ সত্য আবিষ্কারের ন্যাড়ার মন এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে স্থাপদসংকুল পথ পাড়ি দিতে গিয়ে সে ভয় পাওয়ার সময়ই পায় নি।

৩. তাহার বয়স আঠারো কি আঠাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না’ কেন? বুঝিয়ে বল।

**উত্তর:** অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবায় বিলাসী নিজেইকে বিসর্জন দিয়েছে। রাতদিন সেবা করে করে বিলাসীর শরীর একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই ন্যাড়া তার বয়স ঠাহর করতে পারে নি।

সাপুড়ে কন্যা বিদেশি মৃত্যুর কবল থেকে সে যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয়কে রক্ষা করেছে। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতেই পোরোবাড়িতে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতে পায় বিদেশি মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করতে করতে ফুলদানির ফুলের মধু শুকিয়ে গেছে। তার প্রকৃত বয়স আঠারো কিংবা আঠাশ কোনটাই বুঝার উপায় ছিল না। তাই মেয়েরা আলোচ্য মন্তব্যটি করেছিল।

৪. বাঙালির মন্ত্রতন্ত্রের সাথে সাপের বিষের তুলনা প্রসঙ্গে ন্যাড়ার উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর:** ‘বিলাসী’ গল্পে ন্যাড়া বাঙালির মন্ত্র তন্ত্রের সাথে সাপের বিষের তুলনা করে প্রকৃত সত্যটি উপস্থাপন করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বাঙালির মন্ত্র সিদ্ধ মিথ্যা হতে পারে কিন্তু সাপের বিষ কখনোই অকার্যকর হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে হোক বিলাসিতা চাননি। সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে বিলাসীকে বিয়ে করে সাপুড়ে হয়। সাপ ধরা এবং প্রসার তার পেশা তে পরিণত হয়। অবশেষে এনে শায়িত তার জন্য

কাল হয়ে দাঁড়ায়। গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে দংশিত হয় সে। ন্যাড়া এবং বিলাসী সহ সব সাপুড়ে তাদের সমস্ত বিদ্যার প্রয়োগ করেছে তাকে বাঁচানোর জন্য, কিন্তু তা কোনো কাজে আসেনি। তাই ন্যাড়া উল্লিখিত উক্তিটি করেছে।

#### ৫. মৃত্যুঞ্জয়ের ‘জাতবিসর্জনের’ কারণ বর্ণনা কর।

**উত্তর:** মৃত্যুঞ্জয়ের বিসর্জন এর কারণ হল বিলাসিতার অকৃত্রিম ভালোবাসা।

মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়লে পাড়ার এক সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী সেবা যত্ন দিয়ে তাকে সারিয়ে তোলে, ফলে বিলাসী সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কিছুতেই সে সম্পর্ক মেনে নেয়নি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তার ভালোবাসার টানে সাপুড়ে কন্যা বিলাসীকে বিয়ে করার ভেতর দিয়ে যার ধর্ম বিসর্জন দেয়। মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীর ভালোবাসা যেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপূর্ব সৃষ্টি।

#### ৬. কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে? ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর:** ‘বিলাসী’ গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় কায়স্থের ছেলে। তার মা-বাবা কিংবা ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই। এ পৃথিবীর বুকে বলতে গেলে সে একা। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি দখল করার উদ্দেশ্যে তার নামে কুৎসা রটনা করে বেড়াত।

মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান।

আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোরোবাড়ি। তাছাড়া তার ছিল এক জাতি খুড়া। খোঁড়ার কাজ ছিল ভাইপোর বিরুদ্ধে বলে দাঁড়ানো- দাঁড়ানো ‘সে গাঁজা খায়; সে গুলি খায়, এমনকি আর কত কি!’ সে বাগানের অর্ধেক অংশের দাবিদার বলেও সমাজে প্রচার করে বেড়াত। বস্তুত সম্পত্তির লোভেই সে মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়াত।

#### ৭. মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি খুড়ার বৈরী মনোভাবের কারণ কী?

**উত্তর:** ‘বিলাসী’ গল্পে মৃত্যুঞ্জয় এর প্রতি বৈরী মনোভাব এর মূল কারণ মৃত্যুঞ্জয়ের বিশাল বাগানটি নিজের করে নেওয়ার লোভ।

মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া সবসময় ভাইপো মৃত্যুঞ্জয়ের অনিষ্ট করার কাজে লেগে থাকত। তাকে কিভাবে সমাজের কাছে হেয় করা যায়, নিন্দিত করা যায়, সে চেষ্টায় তার কোনো ত্রুটি ছিল না। ভাইপোকে গ্রামবাসীর কাছে কোণঠাসা করার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের অন্য পাপের কথা প্রচার করেছে। খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের কুড়ি পঁচিশ বিঘা গান নিজের নামে প্রতিষ্ঠার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করত।

#### ৮. ‘গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।’ বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর:** ‘গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের এমনি সুনাম।’—এটি ‘বিলাসী’ গল্পের লেখক এর ব্যঙ্গাত্মক উক্তি।

মৃত্যুঞ্জয় শিক্ষার্থীদের কে খাওয়ানো, বই কিনে দেওয়া, বাচ্চাদের স্কুলের পাওনা মিটানো ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে যে মানবীয় গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিল, তৎকালীন সংকীর্ণমনা রাস্তা মনে রাখেনি; বরং তার অসুস্থতার সময় তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার বিষয়কে পাপ হিসেবে দেখেছে, তাকে সমাজচ্যুত করে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিয়েছে।

**৯. ‘বদন দক্ষ না হয়’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

**উত্তর:** ‘বদন দক্ষ না হয়’-এর আভিধানিক অর্থ মুখ যেন না পোড়ে। কিন্তু এ কথাটি সুনাম যেন নষ্ট না হয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কৃতজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় তাকে বিয়ে করেছে। এতে গ্রামের বদন দক্ষ হয়েছে অর্থাৎ সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিষয়টি যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে এবং একই সাথে ঘুরার স্বার্থোদ্ধার হয়, সেজন্য খুরা অভিভাবক হয়ে বলেছেন ব্যবস্থা নিতে। আর সংঘের যুবক ছেলেরা চলেছে গ্রামের বদন যেন দক্ষ না হয় তারই একটা মীমাংসা করতে।

**১০. ‘বাঙালির বিষ’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?**

**উত্তর:** ‘বাঙালির বিষ’ বলতে বাঙালির ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ বা বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে।

বাঙালির রাগ আছে, হিংসা-বিদ্বেষ আছে। কিন্তু তা কখনো দিনের পর দিন বা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে না। মনের মধ্যে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত পুষে রাখে না।



### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ১

বংশে বংশে নাহিকো তফাত বনেদি কে আর গর-বনেদি, দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ দুনিয়া সবারি জনম-বেদি।

ক. খুড়ার কাজ কী ছিল?

খ. মৃত্যুঞ্জয়ের সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের বিপরীত দিক প্রকাশ করে?

ঘ. উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের মূলভাবের তাৎপর্য বহন করে – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ১ এর উত্তর সমূহ

**ক উত্তর:** খুড়ার কাজ ছিল ভাইপো মৃত্যুঞ্জয়ের নামে দুর্নাম রটনা করা।

**খ উত্তর:** 'বিলাসী' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় উঁচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও ভালোবেসে সাপুড়ে কন্যা বিলাসীকে বিয়ে করে সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করে।

বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ার জন্য তাকে অন্নপাপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনার পর মৃত্যুঞ্জয় জাত বিসর্জন দিয়ে বিলাসীকে নিয়ে মালোপাড়ায় গিয়ে ঘর বেঁধেছে। তখন থেকেই মৃত্যুঞ্জয় জীবিকার্জনের জন্য সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করে।

সারকথা : সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীকে বিয়ে করে তাদের পাড়ায় উঠে যাওয়ার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে পেশা গ্রহণ করে।

**গ উত্তর:** উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া চরিত্রের বিপরীত দিক প্রকাশ করে।

উদ্দীপকে বংশে বংশে পার্থক্য না থাকার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জাতি বা বংশ নিয়ে তফাত করে নিজেকে বড় অথবা অন্যকে ছোট করে দেখানোর মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। কারণ দুনিয়াটা সব মানুষের জন্য সমান। সব মানুষেরই বসবাসের স্থান এই পৃথিবী।

বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়াকে জাতিভেদ করতে দেখা যায়। বিলাসী অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে দাড়ালে তা মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া ভালোভাবে নিতে পারেননি। এমনকি বিলাসীকে নির্যাতন ও গ্রামছাড়া করতে গ্রামবাসীকে নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই খুড়া। মৃত্যুঞ্জয় নিচু জাতের মেয়ে বিলাসীর হাতে রাধা ভাত গ্রহণ করেছে। এজন্য মৃত্যুঞ্জয়কে শুনতে হয়েছে কটু কথা। অন্যদিকে উদ্দীপকে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া চরিত্রের বিপরীত দিক প্রকাশ করে।

সারকথা : উদ্দীপকে মানুষে মানুষে তফাত না করার কথা বলা হয়েছে। বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার জাতিগত বিদ্বেষের দিকটি ভীষণভাবে লক্ষ করা যায়। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া উদ্দীপকের বিষয়টির বিপরীত চরিত্র।

**ঘ উত্তর:** উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের মূলভাবের তাৎপর্য বহন করে – মন্তব্যটি যথার্থ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ-সম্প্রীতিই পারে একটি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। কিন্তু মানুষের মাঝেই যদি ব্যবধান থাকে তাহলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই যতটা সম্ভব একে অন্যের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলা উচিত। তবেই সমাজে শান্তি আসবে।

উদ্দীপকটিতে মানুষের মধ্যকার জাতিভেদ দূর করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সব মানুষেরই বসবাসের স্থান এই পৃথিবী। কবির মতে বংশে বংশে পার্থক্য করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। কারণ সবাই একই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।

বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে বিলাসী নিচু জাতের হওয়ার পরেও তারা একে অপরকে শ্রদ্ধা করেছে, ভালোবেসেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার মাঝে জাতিভেদের বিষয়টির দেখা গেলেও মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে তা দেখা যায়নি। বরং বিলাসীকে বিয়ে করে সেও সাপুড়ে পেশা বেছে নিয়েছে। গল্পে বিলাসীর মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার সময় তার পাশে থেকে সেবা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সবকিছুর উর্ধ্ব মানবধর্ম ও মানবপ্রেম।

উদ্দীপকে মানুষের মধ্যে বংশে বংশে বা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য না করার কথা বলা হয়েছে। বিলাসী' গল্পে জাতিভেদ উপেক্ষা করে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। সবকিছুর উর্ধ্ব তারা মানবতা ও মানবসত্তাকে বেছে নিয়েছে, সম্মান করেছে এবং ভালোবেসেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের মূলভাবের তাৎপর্য বহন করে।

সারকথা : উদ্দীপকে জাতি, ধর্ম, বংশ সবকিছুর ওপরে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিলাসী' গল্পে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয় একে অন্যকে ঠিক সেই দৃষ্টিতেই বিচার করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের মূলভাবের তাৎপর্য বহন করে।

### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ২

কাঙালীর কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল নাকি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই? কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে। অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

ক, বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা কিরূপ বোধ হচ্ছিল?

খ. "আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনো করো না।" – এ উক্তিটির কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের অধর রায় বিলাসী' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?

ঘ. "উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাব ধারণ করে"- তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

## সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ২ এর উত্তর

**ক উত্তর:** বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হচ্ছিল।

**খ উত্তর:** সাপের ছোবল মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হলে বিলাসী ন্যাড়াকে সাপ-ধরা বা সাপের খেলা দেখাতে নিষেধ করে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

মৃত্যুঞ্জয় ও ন্যাড়ার সাপ ধরা নিয়ে অসাবধানতার ভয় সবসময়েই বিলাসীর মনে ছিল। সে জানত সাপ ভয়ংকর জানোয়ার। তাই সাপ ধরা আর সাপ খেলানোয় তাদের সতর্ক হতে বিলাসী সবসময়ই উপদেশ দিত। বিলাসী ন্যাড়াকে মাথার দিব্যি দিয়ে সাপ ধরতে বা সাপের খেলা দেখাতে নিষেধ করে বলেছিল, আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনো করো না।।

**গ উত্তর:** “উদ্দীপকের অধর রায় ‘বিলাসী’ গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া চরিত্রের প্রতিনিধি”

- উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে অধর রায়কে দেখা যায় মা-মরা কাঙালীর প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করতে। কাঙালী মড়া ছুঁয়ে অধর রায়ের সামনে গেলে তাকে কোনো সমবেদনা না জানিয়ে বরং তাকে বলেছেন অপবিত্র অবস্থায় কোনো কিছু স্পর্শ না করতে। কারণ সে নিচু জাতের এবং মায়ের মৃতদেহ স্পর্শ করে এসেছে। শুধু তাই নয়, গোবরজল দিয়ে সবকিছু পুনরায় পবিত্র করে নেওয়া এবং কাঙালীকে নিচে নেমে দাড়ানোর জন্যও বলেন।

বিলাসী’ গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার আচরণের মধ্য দিয়েও জাতি বৈষম্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। বিলাসী অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করলে তিনি তার বিরোধিতা করেন। গ্রামবাসীকে তিনি সোচ্চার করে তোলেন বিলাসী নিচু জাতের সাপুড়ে কন্যা সেই বিষয়ে। মৃত্যুঞ্জয়কে সেবা করা এবং রান্না করে খাওয়ানোর বিষয়টি কোনোভাবেই সহ্য করেন না খুড়া। তাই এর প্রতিকারস্বরূপ বিলাসীকে অত্যাচার করে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করেন তিনি।

অন্যদিকে, উদ্দীপকের অধর রায় মা-মরা কাঙালীর প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করতে। কাঙালী মড়া ছুঁয়ে অধর রায়ের সামনে গেলে তাকে কোনো সমবেদনা না জানিয়ে বরং তাকে বলেছেন অপবিত্র অবস্থায় কোনো কিছু স্পর্শ না করতে। কারণ সে নিচু জাতের।

সারকথা : উদ্দীপকের অধর রায় এবং বিলাসী’ গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার মধ্যে বর্ণ-বিশ্বেষ ও জাতি বৈষম্যের দিকটি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। তাই চরিত্র দুটি একে অপরের প্রতিনিধি।

**ঘ উত্তর:** “উদ্দীপকটি বিলাসী’ গল্পের আংশিক ভাবে ধারণ করে”- মন্তব্যটি যথার্থ।

কোনো মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা জন্মে তার মার্জিত আচার-আচরণ ও হিতকর কাজের জন্য।

মানুষের ধনসম্পত্তি, জাতি-বর্ণ দেখে কখনো মানুষকে ভালোবাসা যায় না। কারণ সবাই প্রথমে মানুষ, তারপরে তার আলাদা আলাদা পরিচয় থাকতে পারে।

উদ্দীপকে কাঙালীর সঙ্গে অধর রায় অত্যন্ত অমানবিক আচরণ করেন। তার মা মারা যাওয়ার পরে তাকে কোনো রকমের সমবেদনা না জানিয়ে বরং তার সঙ্গে বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণ করেন।

বিলাসী' গল্পে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলে বিলাসী।

মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া ও গ্রামের অন্যান্য পরবর্তীতে তাদের বিয়ে ও সম্পর্কের বিষয়টি মেনে নেয় না। কিন্তু তারা দুজন জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে উঠে নিজেদের মানুষ পরিচয় দিয়েছে। বিলাসীর কাছে যেকোনো কিছুর চেয়ে মূল্যবান ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন। মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিলাসী। এজন্যই পরবর্তী সময়ে নিজের জাত ছেড়ে মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে জীবনসঙ্গী করে সাপুড়ে পেশা গ্রহণ করে।

গল্পে জাতি-বর্ণ সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে দুই মানবমানবীর প্রেম ও ভালোবাসা। যেন তারা একে অন্যের পরিপূরক হয়েই বাঁচতে চেয়েছিল। উদ্দীপকে শুধু জাতি বৈষম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু বিলাসী' গল্পে জাতি বৈষম্যের পাশাপাশি দুটি মহৎপ্রাণ হৃদয়ের ভালোবাসার দিকটি দেখা গেছে।

গল্পে একসঙ্গে সেবাপরায়ণ নারী, আত্মত্যাগী মানবহৃদয়, জাতি বৈষম্য সবকিছুর পাশাপাশি একের প্রতি অন্যের স্নেহ-ভালোবাসা ও সম্মানের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে। এসব দিক উদ্দীপকে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

তাই বলা যায়, “উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবকে ধারণ করে”- মন্তব্যটি যথার্থ।

### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ৩

গাহি সাম্যের গানমানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,  
নহে কিছু মহীয়ান নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ,  
অভেদ ধর্মজাতি,  
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।।

ক. বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পীর নাম কী?

খ. “আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়।”- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি ‘বিলাসী’ গল্পের কোন বিষয়টির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিষয়গত বৈসাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের লেখকের মানসচেতনার প্রতিনিধিত্ব করে।- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ৩ এর উত্তর

**ক উত্তর:** বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পীর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

**খ উত্তর:** তকালীন সমাজে দুর্বলের ওপর নির্যাতনের যে প্রবণতা ছিল সেই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই উক্তিটি করা হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় যে সমাজে বসবাস করত সেখানকার মানুষ ছিল স্বার্থান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সমাজের মানুষ জোটবদ্ধ হয়েছিল বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেমের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পাণ্ডো-বাড়ির কক্ষে মৃত্যুঞ্জয়কে আটকে রেখে তারা সাপুড়েকন্যা বিলাসীর ওপরও চড়াও হয়েছিল। তাদের অপরাধ একটাই— অসম বর্ণের প্রেম। সমাজের এরূপ আচরণের কারণেই গল্পের কথক ন্যাড়া উদ্ধত শ্লেষাত্মক উক্তিটি করেছে। কারণ তারা ছিল দুর্বল ও অসহায়।

সারকথা : সমাজ তার ওপরই সব সময় অত্যাচার চালায় যে দুর্বল ও অসহায়।

**গ উত্তর:** উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের বর্ণবৈষম্য এবং মানুষকে ঘৃণা করার বিষয়টির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। স্রষ্টার কাছে সব মানুষই সমান। তাই পৃথিবীতে স্বার্থের কারণে জাতিভেদ করে বৈষম্য সৃষ্টি করার কোনো অর্থ হয় না।

উদ্দীপকে সাম্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই পৃথিবীতে। দেশ-কাল-পাত্র ও ধর্মভেদে সব মানুষই সমান। তাই শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে জাতিভেদ করা উচিত নয়। অন্যদিকে বিলাসী' গল্পে জাত-পাত ও সামাজিক বিভেদের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

বিলাসী নিম্নবর্ণের মেয়ে। মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করতে করতে তার প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তাকে বিয়ে করে। নিচু জাতের মেয়ে বলে সমাজ এই বিয়ে মেনে নেয় না। অন্ত্রপাপের অজুহাতে বিলাসীকে নির্যাতন করে। মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার কথা না ভেবেই অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে বিলাসীকে আলাদা করা হয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের জাতিভেদের দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

সারকথা : উদ্দীপকে সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে 'বিলাসী' গল্পে সমাজের জাতিগত বিভেদ ও নিপীড়ন তুলে ধরা হয়েছে। এখানেই দুটি ক্ষেত্রের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ উত্তর:** বিষয়গত বৈসাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি "বিলাসী" গল্পের লেখকের মানসচেতনার প্রতিনিধিত্ব করে।- মন্তব্যটি যথার্থ।

আমাদের চারপাশ তখনই সুন্দর হবে যখন আমরা সব ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করব। সবাই এক হয়ে সবার জন্য বাঁচব, শুধু নিজের স্বার্থে বাঁচব না।।

উদ্দীপকে মানুষে মানুষে সাম্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ও ধর্মভেদে সবাই মানুষ, সবাই সৃষ্টিকর্তার আপন। তাই মিথ্যা বৈষম্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। বিলাসী' গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে জাতিভেদের অসারতা। গল্পে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যকার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বাধা হলো সমাজের তৈরি জাতিভেদ।

বিলাসী নিম্নবর্ণের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় তাকে বিয়ে করে। এ অপরাধেই বিলাসীকে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এই বিষয়গত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের লেখকের মানসচেতনার প্রতিনিধিত্ব করে।

উদ্দীপকে জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে সব মানুষের মধ্যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে। বিলাসী' গল্পে লেখক তকালীন সমাজে এই সাম্যের অভাবই লক্ষ্য করেছেন। এ গল্পের মাধ্যমে তিনি মানুষকে মানবিক, উদার ও সহনশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই বলা যায়, বিষয়গত বৈসাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের লেখকের মানসচেতনার প্রতিনিধিত্ব করে।

সারকথা : উদ্দীপকে সাম্যের কথা বলা হয়েছে যা বিলাসী' গল্পে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু গল্পের লেখকের উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে সাম্যবাদিতা ও মানবিকতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এ দিক থেকে মন্তব্যটি যথার্থ।

## সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ৪

মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু....।

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে। বিষয়টি বুঝিয়ে বল

গ. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে বিলাসী' গল্পের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিনিধিত্বকারী।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

## সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ৪ এর উত্তর

**ক উত্তর:** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ উত্তর:** স্বামীর প্রতি অপারিসীম ভক্তি থাকলেও মৃত স্বামীর সঙ্গে একা রাত কাটানো যে দুঃসাধ্য তার বাস্তবিক প্রমাণ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বিলাসী' গল্পে তা তুলে ধরেছেন মন্তব্যটির মাধ্যমে।

‘বিলাসী’ গল্পের কথক ন্যাড়া এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে সেখানে উপস্থিত ছিল। সতীসাধ্বী স্ত্রীটি তার স্বামীর শোকে বিহ্বল হয়ে পাগলের মতো কান্নাকাটি করে। এমনকি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে ন্যাড়াকে কাকুতি-মিনতি জানায়। অথচ ন্যাড়া যখন মৃতদেহের সৎকারের জন্য তোক জোগাড় করতে বাইরে যেতে চায় তখন মহিলা তাতে বাদ সাধে।

**গ উত্তর:** উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে ‘বিলাসী’ গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের অসুখে বিলাসীর সেবা-যত্ন করার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবতার কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে এবং বেঁচে থাকার জন্য মানুষ হিসেবে একে অন্যের প্রতি কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে। একজনের বিপদে-আপদে অন্যজন পাশে দাড়াতে এটাই মানুষের ধর্ম, সমাজের নিয়ম হওয়া উচিত।

বিলাসী' গল্পে যখন অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের কেউ কোনো খোঁজখবরই রাখে না, তখন বিলাসী ও তার বাবা মানুষের সমালোচনা ও সমাজের ভয়কে উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। বিলাসী রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনে। এই উদার মানবিকতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে ‘বিলাসী’ গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের অসুখে বিলাসীর সেবা-যত্ন করার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ উত্তর:** “উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিনিধিত্বকারী।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে বিচিত্র সব নিয়ম তৈরি করে মানুষ হিসেবে।

উদ্দীপকে মানুষ মানুষের জন্য নিবেদিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। একজনের বিপদে আর একজন নিজের জীবন উৎসর্গ করবে এই মানববতা। এই প্রত্যাশার ইঙ্গিত ও সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।

বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে থেকে বিলাসীর সেবাদানের দিকটির মধ্য দিয়ে মানবতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলেও গল্পটিতে বর্ণবৈষম্যের কথাও রয়েছে। সেখানে শুধু নিম্নবর্ণের বলে বিলাসীকে হতে হয়েছে নির্ধারিত। এ

ছাড়াও গল্পে মানবপ্রেমের চিরন্তন সত্য ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের পরিণতির কথাও।

উদ্দীপকে মানবতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে বিলাসী' গল্পে এ বিষয়টি ছাড়াও তৎকালীন সমাজের বর্ণবৈষম্য, স্বার্থপরতা, সামাজিক নানা অসংগতি ইত্যাদি উঠে এসেছে। এসব বিষয় উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিনিধিত্বকারী।

তাই বলা যায় যে, "উদ্দীপকটি বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিনিধিত্বকারী।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ৫

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রখ্যাত জ্যোতিবিদ বরাহপুত্র মিহিরের স্ত্রী খনা। একদিন পিতা বরাহ এবং পুত্র মিহির আকাশের তারা গণনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে খনা এ সমস্যার সমাধান দেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তার গুণে মুগ্ধ হন। গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাসে রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হতেন বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু খনার এই খ্যাতি ও সম্মান অল্প কাছে নিচু হওয়ার লজ্জায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বরাহের আদেশে মিহির খনার জিহ্বা কেটে দেন। এর কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়।

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. "ইহা আর একটি শক্তি"- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. বিলাসী চরিত্রের কোন দিকটি খনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'মৃত্যুঞ্জয় ও মিহির পরস্পর বিপরীত চরিত্রের মানুষ।' -মন্তব্যটি যাচাই কর।

### সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ৫ এর উত্তর

ক. উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. উত্তর: 'ইহা আর একটি শক্তি'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: 'ইহা আর একটি শক্তি'— কথাটি দ্বারা বিলাসী গল্পের বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয় এর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রকৃত ভালোবাসার প্রসঙ্গকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী বহুবছর একত্রে বসবাস করলেও সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বিলাসী গল্পে স্বামী-স্ত্রীর এক আত্মীয়ের উদাহরণ দেখতে পেয়েছি। বিলাসী ধর্য নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করে। তার এমন অবস্থা ছিল যে হয়তো সে মারা যাবে। কিন্তু বিলাসী তাকে সারা রাত দিন সেবা করে যায়। যার ফলে একদিন সাফল্য অর্জন করে। যা তিনি তার ভালোবাসার শক্তি দিয়ে করতে পেরেছেন। তাই বলা হয়েছে 'ইহা আর একটি শক্তি' অর্থাৎ খাঁটি ভালোবাসা।

গ. উত্তর: বিলাসী চরিত্রের কোন দিকটি খনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা কর।

বিলাসী হচ্ছে এই গল্পের প্রধান চরিত্রও। যিনি অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে তার ভালোবাসার মাধ্যমে জীবন সঙ্গী হিসেবে পায়। বিলাসী গল্পে মৃত্যুঞ্জয় সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামুর খান এবং সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয় কে কেউ সেবা করার না থাকলেও বিলাসী গভীর জঙ্গলে তাকে একাই সেবা করে। তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে মনে করা হতো সে হয়তো আর বাঁচবে না। কিন্তু এই বিলাসী নিজের সক্ষমতা দিয়ে তাকে সেবা করতে থাকে এবং এক সময় মৃত্যুঞ্জয় সুস্থ হয়ে উঠে। তার এই ভালোবাসার অবদান পুরন করতে সে বিলাসী কে বিয়ে করে। যার ফলে বিলাসী স্ত্রী এর মর্যাদা লাভ করেছে।

আর উদ্দীপকে দেখা যায় খনা হচ্ছে রাজসভার প্রখ্যাত জ্যোতিবিদ বরাহপুত্র মিহিরের স্ত্রী। একদিন তারা পিতা-পুত্র আকাশের তারা গণনা করতে ছিলেন। সেই মুহূর্তে তারা এক প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়। কেউ এই সমস্যার সমাধান দিতে না পারলেই খনা তাদের এই সমস্যার সমাধান করে দেয়। যার ফলে তার গুণে মুগ্ধ হয়ে কৃষকরা উপকৃত হতেন বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু খনার এই এই খ্যাতি ও সম্মান বরাহ মিহিরের মনে নিতে পারেন নি। তাই সে মিহির কে খনার জিহ্বা কেটে নেওয়ার আদেশ দেয়। যার ফলে খনার কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়।

এদিক থেকে খনাও মিহিরের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ রয়েছে। বিলাসী সমাজের কারণে কষ্টে জীবন পারি দেয় এবং খনা সাহায্য করে নিজের জীবন হারিয়ে ফেলে।

**ঘ. উত্তর:** ‘মৃত্যুঞ্জয় ও মিহির পরস্পর বিপরীত চরিত্রের মানুষ ।’\_ মন্তব্যটি যাচাই কর।

উত্তরঃ মৃত্যুঞ্জয় ও মিহির পরস্পর বিপরীত চরিত্রের মানুষ মন্তব্যটি যাচাই নিচে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো।

গ্রামবাসীর কারণে মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী কে বনবাস হতে হয়। তারা নানা ধরনের অপবাদের সম্মুখীন হয়। যার কারণে সে বিলাসীকে বিয়ে করে সাপুড়ের জীবন ধারণ করেন। কিন্তু এক সময় সে সাপের কামুড়ে অসুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সেবা করার মত কেউ ছিল না। তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে কার সেবকা না পেলে সে মারা যাবে। কিন্তু বিলাসী গ্রামের মানুষের কোনো কথায় কান না দিয়ে সে অসুখ মৃত্যুঞ্জয় কে সেবা করে। তার সেবা পেয়ে এক সময় মৃত্যুঞ্জয় সুস্থ হইয়ে ওঠে। তার এই প্রতিদানে মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে প্রতিদান দিতে চায়। তার এই প্রতিদান স্বরূপ বিলাসী কে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। যার ফলে সে উপকারের এর সঠিক প্রতিদান পেয়েছে।

উদ্দীপকের খরা এক জন্য গুনি যার কারণে রাজ সভার একটি সমস্যার সমাধান হয়ে ছিল। একদিন বরাহ ও মিহির আকাশের তারা গণনা করতে ছিল এবং এক সময় তারা সমস্যায় পড়ে যায়। কিনু খরা তাদের এই সমস্যার সমাধান করে দেয়। এতে করে রাজা বিক্রমাদিত্য তার গুণে মুগ্ধ হয়ে খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু তার ফলে বরাহের আদেশে মিহির খনার জিহ্বা কেটে নেন এবং যার কারণে খনা মৃত্যুবরণ করেন।

এখানে মূলত বিলাসী গল্পের সাথে মৃত্যুঞ্জয় ও মিহির পরস্পর বিপরীত লক্ষ করা যায়। খোনা তার প্রতিদান হিসেবে ভালোবাসার মাউনশতিকে পেয়েছে এবং স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের খনা তার প্রতিদান না পেয়ে মৃত্যু পেয়েছে।



## বিলাসী বহুনির্বাচনী

১. 'ঘন জঙ্গলের পথ। একটু দেখে পা ফেলে  
যেয়ো।' -উক্তিটি কার?

- ক. ন্যাডার
- খ. বিলাসীর
- গ. মৃত্যুঞ্জয়ের
- ঘ. খুড়ার
- উত্তরঃ খ. বিলাসীর

২. 'মহত্বের কাহিনি আমাদের অনেক  
আছে।' এখানে 'মহত্ব' কী অর্থে ব্যবহৃত  
হয়েছে?

- ক. ব্যঙ্গার্থে
- খ. প্রশংসার্থে
- গ. ক্ষোভার্থে
- ঘ. নিন্দার্থে
- উত্তরঃ ক. ব্যঙ্গার্থে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক  
প্রশ্নের উত্তর দাও :  
নিলুফা শহরে একটি পোশাক কারখানায়  
কাজ করেন। তার শহরে কাজ করার  
বিষয়টি গ্রামের কিছু মানুষ পছন্দ করেন না।  
ছুটিতে বাড়ি গেলে গ্রামের ওই মানুষগুলো  
নিলুফার নামে বিচার বসান। তারা নিলুফাকে  
জোর করে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার  
সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নিলুফা তাতে প্রতিবাদ  
করেন। অসুস্থ মাকে রেখে তিনি এসময়  
কিছুতে কোথাও যাবেন না।

৩. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পের যে  
দিকের সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো-  
i. নারীর প্রতি নির্যাতন  
ii. কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ  
iii. গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii
- উত্তরঃ ঘ. i, ii ও iii

৪. এই অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়,  
নিলুফা ও বিলাসী উভয়েই-

- i. প্রতিবাদী নারীসত্তা
- ii. নির্যাতিত নারী
- iii. কুসংস্কারের শিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii
- উত্তরঃ ঘ. i, ii ও iii

০৫. কোনগুলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত  
উপন্যাস?

- ক. ঘরে বাইরে, নৌকাডুবি
- খ. বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ
- গ. চরিত্রহীন, দেনা-পাওনা
- ঘ. মতিচুর, পদ্মরাগ
- উত্তরঃ গ. চরিত্রহীন, দেনা-পাওনা

০৬. সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা  
বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কত  
সালে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে?

- ক. ১৯৩৩ সালে
- খ. ১৯৩৪ সালে
- গ. ১৯৩৬ সালে
- ঘ. ১৯৩৫ সালে
- উত্তরঃ গ. ১৯৩৬ সালে

০৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে  
মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৯৩৩ সালে

খ. ১৯৩৮ সালে

গ. ১৯৩৬ সালে

ঘ. ১৯৩৫ সালে

উত্তরঃ খ. ১৯৩৮ সালে

০৮. ন্যাড়ার স্কুলে যাতায়াতের পথ কত  
ক্রোশ দূরে?

ক. এক ক্রোশ

খ. দুই ক্রোশ

গ. তিন ক্রোশ

ঘ. চার ক্রোশ

উত্তরঃ ঘ. চার ক্রোশ

০৯. ন্যাড়া ও তার সহপাঠীরা দুই ক্রোশ পথ  
হেঁটে স্কুলে যাওয়ার কারণ কী?

ক. দূরের স্কুলের সুনাম থাকায়

খ. কাছে স্কুল বন্ধ থাকায়

গ. কাছে স্কুল না থাকায়

ঘ. কাছের স্কুলের দুর্নাম থাকায়

উত্তরঃ গ. কাছে স্কুল না থাকায়

১০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে  
জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে

খ. ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে

গ. ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে

ঘ. ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে

উত্তরঃ ক. ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে

১১. শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের কোন শাখায়  
সবচেয়ে জনপ্রিয়?

ক. উপন্যাস

খ. ছোটগল্প

গ. নাটক

ঘ. প্রবন্ধ

উত্তরঃ ক. উপন্যাস

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত বছর বয়সে  
সন্ন্যাসী হয়েছিলেন?

ক. ১৮ বছর

খ. ২১ বছর

গ. ২৩ বছর

ঘ. ২৪ বছর

উত্তরঃ ঘ. ২৪ বছর

১৩. কোন খ্যাতির কারণে জমিদারের বন্ধু  
হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?

ক. ছোটগল্পকার হিসেবে

খ. সংগীতজ্ঞ হিসেবে

গ. ঔপন্যাসিক হিসেবে

ঘ. আবৃত্তিকার হিসেবে

উত্তরঃ খ. সংগীতজ্ঞ হিসেবে

১৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের  
হুগলি জেলার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ  
করেন?

ক. হরিশপুর গ্রামে

খ. লাহিনীপাড়া গ্রামে

গ. দেবানন্দপুর গ্রামে

ঘ. কাঁঠালপাড়া গ্রামে

উত্তরঃ গ. দেবানন্দপুর গ্রামে

১৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতার নাম  
কী?

ক. শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

খ. উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ. মতিলাল চট্টোপাধ্যায়

ঘ. নীহার রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

উত্তরঃ গ. মতিলাল চট্টোপাধ্যায়

১৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতার নাম  
কী?

ক. ভগবতী দেবী

খ. ভুবনমোহিনী দেবী

গ. শ্যামা দেবী

ঘ. সারদা দেবী

উত্তরঃ খ. ভুবনমোহিনী দেবী

১৭. সমাজের নিচু তলার মানুষ অপূর্ব মানব-মহিমা নিয়ে চিত্রিত হয়েছে কার উপন্যাসে?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

খ. জীবনানন্দ দাশ

গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ঘ. প্রমথ চৌধুরীর

উত্তরঃ গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

১৮. শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব কোন ক্ষেত্রে?

ক. উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রণে

খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন চিত্রণে

গ. উচ্চবিত্ত শ্রেণির জীবন চিত্রণে

উত্তরঃ ঘ. অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন চিত্রণে

১৯. শরৎচন্দ্র রচিত প্রথম মুদ্রিত গল্প কোনটি?

ক. মহেশ

খ. বিলাসী

গ. মন্দির

ঘ. হরিলক্ষ্মী

উত্তরঃ গ. মন্দির

২০. শরৎচন্দ্র কোন গল্পের জন্য 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছিলেন?

ক. মহেশ

খ. ছোটোগল্প

গ. মন্দির

ঘ. আত্মজীবনী

উত্তরঃ গ. মন্দির

২১. 'দেবদাস' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন জাতীয় গ্রন্থ?

ক. ভ্রমণকাহিনী

খ. ছোটোগল্প

গ. উপন্যাস

ঘ. আত্মজীবনী

উত্তরঃ গ. উপন্যাস

২২. 'চরিত্রহীন' কে রচনা করেন?

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

গ. হুমায়ূন আহমেদ

ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উত্তরঃ ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩. কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?

ক. ঘরে বাইরে

খ. রাজসিংহ

গ. চোখের বালি

ঘ. শ্রীকান্ত

উত্তরঃ ঘ. শ্রীকান্ত

২৪. 'গৃহদাহ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ. কাজী নজরুল ইসলাম

ঘ. জহির রায়হান

উত্তরঃ ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

ক. কলকাতায়

খ. আসামে

গ. হুগলীতে

ঘ. রেঙ্গুনে

উত্তরঃ ক. কলকাতায়

২৬. 'সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়' -উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. বিশ্বাস

খ. ব্যঙ্গ

গ. বিস্ময়

ঘ. হতাশা

উত্তরঃ খ. ব্যঙ্গ

২৭. ন্যাড়া পরীক্ষার উত্তরপত্রে হুমায়ূনের পিতার নাম কী লেখে?

ক. হালাকু খাঁ

খ. বাবর খাঁ

গ. চেঙ্গিস খাঁ

ঘ. তোগলক খাঁ

উত্তরঃ ঘ. তোগলক খাঁ

২৮. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসে পড়ত?

ক. ফার্স্ট ক্লাসে

খ. থার্ড ক্লাসে

গ. ফোর্থ ক্লাসে

ঘ. সেকেন্ড ক্লাসে

উত্তরঃ খ. থার্ড ক্লাসে

২৯. গ্রামের এক প্রান্তে কার বাগান ছিল?

ক. মৃত্যুঞ্জয়ের

খ. বিলাসীর

গ. ন্যাড়ার

ঘ. খুড়ার

উত্তরঃ ক. মৃত্যুঞ্জয়ের

৩০. 'সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কী' -এ কথার কারণ কী?

ক. ছাত্রদের কষ্ট

খ. ছাত্রদের আগ্রহ

গ. ছাত্রদের খুশি

ঘ. ছাত্রদের শহরমুখিতা

উত্তরঃ ক. ছাত্রদের কষ্ট

৩১. 'ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম' -উক্তিটি কোন রচনার অন্তর্গত?

ক. অপরিচিতা

খ. বিলাসী

গ. আমার পথ

ঘ. মাসি-পিসি

উত্তরঃ খ. বিলাসী

৩২. বিলাসী' গল্পে বর্ণিত যাদের বাড়ি পল্লিগ্রামে তাদের শতকরা কতভাগকে বিদ্যার্জনের জন্য দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়?

ক. ৪০ ভাগকে

খ. ৬০ ভাগকে

গ. ৮০ ভাগকে

ঘ. ১০০ ভাগকে

উত্তরঃ গ. ৮০ ভাগকে

৩৩. 'কামস্কাট্কার' রাজধানীর কথা কোন গল্পে উল্লেখ আছে?

ক. অপরিচিতা

খ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী

গ. আহ্বান

ঘ. বিলাসী

উত্তরঃ ঘ. বিলাসী

৩৪. মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে কার সাথে ন্যাড়ার দেখা হতো?

ক. বিলাসীর সাথে

খ. মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে

গ. মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার সাথে

ঘ. বুড়ো মালোর সাথে

উত্তরঃ খ. মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে

৩৫. 'বিলাসী' গল্পে ভদ্রলোকদের শহর ছেড়ে আর গ্রামে আসা হয় না কেন?

ক. গ্রামের পরিবেশ পছন্দ হয় না বলে

খ. গ্রামের শিক্ষার ভালো পরিবেশ না থাকায়

গ. শহরের নাগরিক সুবিধায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করায়

ঘ. শহরের অর্থনৈতিক উন্নতি হারানোর শঙ্কায়

উত্তরঃ গ. শহরের নাগরিক সুবিধায়

স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করায়

৩৬. 'আদালতের হুকুমে' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?

- ক. হাইকোর্টের নির্দেশে
- খ. জজকোর্টের নির্দেশে
- গ. স্রষ্টার নির্দেশে
- ঘ. খুড়ার নির্দেশে
- উত্তরঃ হাইকোর্টের নির্দেশে

৩৭. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে 'সুনাম' কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?

- ক. দুর্নাম
- খ. খ্যাতি
- গ. সম্মান
- ঘ. প্রতাপ
- উত্তরঃ ক. দুর্নাম

৩৮. 'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়া তার এক আত্মীয়ের কাহিনি উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছে?

- ক. স্বামীর গুরুত্ব
- খ. স্বৈচ্ছাচারিতা
- গ. প্রেমের মহিমা
- ঘ. মেকি স্বামীপ্রেম
- উত্তরঃ ঘ. মেকি স্বামীপ্রেম

৩৯. মৃত্যুঞ্জয় শয়্যাগত প্রায় কতদিন?

- ক. এক মাস
- খ. দেড় মাস
- গ. দুই মাস
- ঘ. আড়াই মাস
- উত্তরঃ খ. দেড় মাস

৪০. অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে ন্যাড়া কখন তার বাড়িতে যায়?

- ক. ভোরে
- খ. সন্ধ্যায়
- গ. দুপুরে
- ঘ. গভীর রাতে
- উত্তরঃ খ. সন্ধ্যায়

৪১. মৃত্যুঞ্জয়ের কীসের বাগান ছিল?

- ক. আম-কাঁঠালের
- খ. কলা-আনারসের
- গ. পেয়ারা-লিচুর
- ঘ. আপেল-কমলার
- উত্তরঃ ক. আম-কাঁঠালের

৪২. মৃত্যুঞ্জয়ের জীবিকানির্বাহ হতো কীভাবে?

- ক. আমবাগান জমা দিয়ে
- খ. চাকরি দ্বারা
- গ. সাপ খেলা দেখিয়ে
- ঘ. ব্যবসা দ্বারা
- উত্তরঃ ক. আমবাগান জমা দিয়ে

৪৩. মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়ার কাজ কী ছিল?

- ক. ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম করা
- খ. ভাইপোর নানাবিধ সুনাম করা
- গ. ভাইপোর সঙ্গে ঝগড়া করা
- ঘ. ভাইপোর নানাবিধ সেবা করা
- উত্তরঃ ক. ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম করা

৪৪. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অর্ধেক অংশ কে নিজের বলে দাবি করত?

- ক. খুড়া
- খ. সাপুড়
- গ. ন্যাড়া
- ঘ. ভুদেববাবু
- উত্তরঃ ক. খুড়া

৪৫. অসুস্থ থাকাকালে মৃত্যুঞ্জয় কত দিন অচেতন অবস্থায় ছিল?

- ক. ৭-৮ দিন
- খ. ১০-১৫ দিন
- গ. ৮-১০ দিন
- ঘ. ১৫-২০ দিন
- উত্তরঃ খ. ১০-১৫ দিন

৪৬. মৃত্যুঞ্জয়কে সেবাযত্ন করে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে কে?

ক. বিলাসী

খ. খুড়া

গ. ন্যাড়া

ঘ. বুড়ো মালো

উত্তরঃ ক. বিলাসী

৪৭. 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া  
ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো' -উক্তিটি  
কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ক. মৃত্যুঞ্জয়

খ. ন্যাড়া

গ. বিলাসী

ঘ. খুড়া

উত্তরঃ গ. বিলাসী

৪৮. মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়াবাড়িতে কিসের  
বালাই নেই?

ক. কুটুমের

খ. প্রাচীরের

গ. সাজ-সজ্জার

ঘ. আভিজাত্যের

উত্তরঃ খ. প্রাচীরের

৪৯. যমরাজ মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে সুবিধা করতে  
পারেনি কেবল কার জোরে?

ক. বিলাসীর

খ. ন্যাড়ার

গ. বুড়ো মালোর

ঘ. মৃত্যুঞ্জয়ের

উত্তরঃ ক. বিলাসীর

৫০. সামনে পরীক্ষা বলে সুরভী নাওয়া-  
খাওয়া ভুলে রাত জেগে পড়াশোনা করায়  
ওর লাভ্যময় চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

সুরভীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উক্তি কোনটি?

ক. ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া

ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুল

খ. অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু

তেলাপোকা টিকিয়া আছে

গ. বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু

করেন নাই

ঘ. মা-সরস্বতী কোথায় যে লুকাইবেন,

ভাবিয়া পান না

উত্তরঃ ক. ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া  
ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুল